আহাফি-২

রশীদ জামীল

জিরো টলারেন্স

আহাফি-২

জিরো টলারেন্স

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৩

© : লেখক

মূল্য : ৳ ৪৩০, US $ 20. UK £ 15

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96712-6-8

Zero Tolerance
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the Author or authorized publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

এক সময় প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিলেন। ইলমি লাইনে চলে আসার পর হয়ে উঠলেন হুজ্জাতুল্লাহি ফিল আরদ্ব। স্কুলে ছোট্ট বাচ্চাদের পড়াতেন। সম্ভবত সে কারণেই; আকিদার কঠিন কঠিন মাসআলাগুলো তিনি পানির মতো ব্যাখ্যা করতেন, যেন ছোট বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। না বুঝে উপায় থাকত না।

মাওলানা মুহাম্মাদ আমিন সফদর উকাড়বি রাহিমাহুল্লাহ।
যত পড়ি, ইন্সপায়ার হই। যত শুনি, ভালো লাগে।
আল্লাহুম্ম-মান-ফা'না বিউলুমিহ।
ওয়া ফাউয়িজনা বিফুয়ুজিহ।
আমিন।

সূচিপত্র

অনুমিকা ১১

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ অথবা দায়মুক্তি ১৩

পটভূমি ১৪

অর্ধেক সত্য ভয়ংকর কেন ১৬

চলুন, একটু অবাক হই ১৮

কথা এবং কাজ ২০

আকিদার গুরুত্ব ২৩

তাকলিদ না তাহকিক ২৫

তাকলিদ মানে কী ৩০

- শাব্দিক বিভ্রান্তি ৩২

তাকলিদ কাকে বলে ৩৪

- তাকলিদ হবে মাসায়িলে ইজতেহাদিয়ায় ৩৬
- তাকলিদ কারা করবে ৩৭
- তাকলিদ হবে কার ৩৯
- মুজতাহিদ কারা ৪০
- তাকলিদ হবে মুফতাবিহি মাসায়িলে ৪০
- তাকলিদ হবে বেলা মুতালাবায়ে দলিল ৪২
- উসুলান ও ফুরুআন ৪৩
- মাজহাব লিখিত আকারে থাকবে ৪৪
- মাজহাব তাওয়াতুরান এসে পৌঁছাতে হবে ৪৬
- মুহাদ্দিসিনের তাকলিদ নয় কেন ৪৬

আহাফি থেকে নবিজির পানাহ চাওয়া ৪৮

গায়রে মুকাল্লিদ এবং ফাসিক ৫১

প্রথম গায়রে মুকাল্লিদ ৫৪

সব অপকর্মের মূল গায়রে মুকাল্লিদিয়্যাত ৫৬
কাদিয়ানি এবং আহলে হাদিস ৬০
মির্জার বিয়ে, ঘটক আহাফি ৬৩
মির্জার পুরুষত্বহীনতা: কবিরাজ আহাফি ৬৪
মির্জার ধোঁকাবাজি: সাথে আহাফি ৬৪
দাদীজির সলিউশন ৬৬
আহলে হাদিসের ৬ নাম্বার ৬৮
গণ্ডগোলের মূল ৭৩
দ্বীন যদি কমপ্লিট হয় ৭৪
তানজিল, তাকমিল, তামকিন এবং তাদউয়িনে দ্বীন ৭৭
আসহাবি কান-নুজুম ৮১
কুরআন-হাদিস থাকতে ফিকাহ লাগবে কেন ৮৩
আরবি এবং আবু জেহেল ৮৫
ইলমের ডুবুরি ৮৫
নবিজির রসিকতা ৮৭
জান্নাতি চা ৮৮
আমি হলাম আতাউল্লাহ ৮৯
হাইয়া আলাল ফালাহ ৯০
সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আমল ৯২
আজান, ইকামত ৯২
এবং বুখারির বোখার ৯৪
হানাফি এবং মুহাম্মাদি ৯৬
ইমাম বুখারি এবং মুশরিক ৯৮
মামী ভাগ্নের মুনাজারা ১০০
সাগর সেচে মুক্তো ১০৪
ডাক্তার দেখাও ১০৪
জমিন তিন প্রকার ১০৬
ফিকাহকে পানির সাথে তুলনা কেন ১০৭
কবরে বসে কাজ ১০৮
বাঁশের কলম ১১৩
অসুবিধা কী ১১৫

লা সালাতা ১১৮
লা জুনুআতা ইল্লা বিখুতবাতিন ১২৩
পাগলা ঘোড়ার লেজ ১২৬
আল্লাহুম্মা আমিন ১৩১
হাদিস ও সুন্নত ১৩৬
সুবুত ও সুন্নত ১৩৮
জের জবরেও শিরক ১৪০
এবং আব্দুল হাফিজ সমাচার ১৪১
সহিহ হাদিসের ঠিকানা ১৪৩
মক্কা-মদিনা ছেড়ে কুফায় কেন ১৪৭
সাত কিরাআত, সাত ইমাম ১৫১
হাদিস কত প্রকার ১৫৫
নামাজ নিয়ে অ্যাক্সপেরিমেন্ট ১৫৭
সহিহ দ্বৈতাচরণ ১৬০
নবুওয়াত এবং সাহাবিয়্যাত ১৬৩
সাহাবি কাকে বলে ১৬৩
সুতরাং, দেখামাত্র সালাম ১৬৬
সাত নামে কুরবানি তো আল্লাহর নামে হবে ১৬৭
শবে বরাত তুমি কই ১৬৯
জিকির এবং জ্বলাপোড়া ১৭৩
নবিয়ে আজম, ফারুকে আজম, ইমামে আজম ১৭৭
ইমামে আজম ১৭৭
ফারুকে আজম ১৭৮
নবিয়ে আজম ১৮০
দুআগুলো কী ছিল ১৮১
হুম রিজাল নাহনু রিজাল ১৮২
কিয়াস এত সোজা ১৮৫
আঙুর এবং অ্যালকোহল ১৮৬
অজু ছাড়া নামাজ ১৮৭
ভুখ যখন মন্দা ১৮৮
সুদের ওষুধ এবং ভূতে ধরা রোগী ১৯০

কৌতূহল ১৯৩
পাখিদের মুনাজারা ১৯৫
মুদ্দতে রেজাআত অথবা হুরমতে মুসাহারাত বির-রেজাআত ১৯৮
পৃথিবীর মৃত্যু এবং হাদিসের সাদা কাগজ ২০৫
পরিশিষ্ট : বানান নিয়ে নানান কথা ২০৭
বানানের জানান ২১২

অনুমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَوَّرَ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ الإِيمَانِ. وَزَيَّنَ إِيْمَانَنَا بِالْأَحَادِيثِ وَالفِقْهِ وَالقُرْآنِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الإِنسِ وَالجَانِّ. وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ أَظْهَرُوا الإِسْلَامَ عَلَى الأَدْيَانِ. وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحْسَانٍ، خُصُوصًا عَلَى سَيِّدِنَا الإِمَامِ الأَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ

ইমানদার হওয়ার একটাই মাত্র দরজা; ইমান হারানোর জানালা অনেকগুলো। ইসলামে প্রবেশ করতে হলে কালিমার দরজা দিয়েই প্রবেশ করা লাগে। বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সবগুলো লাগে না, যেকোনো একটি জানালা খুলে দিলেই হয়। ইমানপে আনা আসান হেঁ, লেকিন ইমান বাঁচানা বহত মুশকিল!

ইমানশিকারী একটি চক্র ইসলামের জন্মলগ্ন থেকেই ছিল। সর্বযুগেই এরা অ্যাকটিভ ছিল। এদের প্রথম কাজ হয় সহজ-সরল কিছু মুসলমানকে টার্গেট করা। তাদেরকে অতি-ইমানদারির ট্যাবলেট খাইয়ে হিপটোনাইজ করা। তখন তাদেরকে দিয়ে যেমন খুশি—করানো যায়। যা ইচ্ছা—বলানো যায়। সরলপ্রাণ এই মানুষগুলো তখন ভাবে, 'এতদিনে আসল ইসলামের নাগাল পেয়েছি'। সহিহ-গলদের শরয়ি ডেফিনেশনও না জানা সহজ-সরল এই মানুষগুলো তখন মনপ্রাণ উজাড় করে সহিহ (!) তরিকার স্লোগান দেয়।

আমার যে ভাইগুলো বিভ্রান্তির এই বেড়াজালে আটকা পড়েছে, ভাই হিশেবে আমাদের দায়িত্ব হলো, তাদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসা। সহিহ (!) তরিকার পাল্লায় পড়ে গলদ রাস্তা এখতিয়ার করে তাঁরা যে তাঁদের কষ্টের আমলগুলোকেই চ্যালেঞ্জের মুখে নিয়ে ফেলছে, ব্যাপারটি তাঁদেরকে বুঝিয়ে বলা। যতদিন না বুঝে; বলতেই থাকা।

২.

আহাফি বা আহলে হাদিস ফিরকা—সিরিজের বইগুলো কারও বিপক্ষে নয়, কুরআন-হাদিসের পক্ষে। আমাদের উদ্দেশ্য; কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস; সুন্নতের সম্মেলন। শরিয়তের সরেজমিনে কুরআন সুন্নাহর অনুশীলন। নিজেদের বুঝদারি বাইরে রেখে মাহিরিনে মমতাজের[১] মেজাজে দ্বীনের অনুকূলন।

সাদা শব্দে বলি। বইটিতে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আমাদের আক্রমণের টার্গেট ছিলেন না। কোনো সাবজেক্টকে আমরা অবজেক্ট বানাইনি। দরকার ছিল না। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে যেখানে যা বলা দরকার, আমরা বলেছি। ডানে-বামে না তাকিয়ে সোজা পথে চলেছি। কথা বলেছি দায়িত্বের দায় থেকে। কথাগুলো মাঝেমধ্যে স্ট্রেইট-ফরোয়ার্ড হয়েছে। কিচ্ছু করার ছিল না। আকিদার প্রশ্নে জিরো টলারেন্স নীতি, আপস নাই।

৩.

বইটি রচনায় বরাবরের মতো কাছে ছিলেন হাফিজ মাওলানা নুমান আহমদ। মাওলানার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর উৎসাহেই মূলত, **আহাফি-২** পাবলিশ হওয়ার আগেই **আহাফি-৩** এবং **আহাফি-৪** প্রায় ওয়ান-থার্ড ইঁচ লিখে ফেলা হয়েছে। হুজ্জিয়াতে হাদিস, আসমায়ে হাদিস ও আহকাম, তথা উসুলে হাদিসের টুকিটাকি নিয়ে আহাফি-৩। নামাজে দাঁড়ানো, হাত বাঁধা, ইমামের পেছনে কিরাত পড়া না-পড়া, চিল্লাইয়া আমিন বলা, রাফউল ইয়াদাইন করা না-করা—ইত্যাদি নামাজ-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর দলিলভিত্তিক আলোচনা নিয়ে আহাফি-৪। আল্লাহপাক তাঁকে জাজায়ে খায়ের ফিদ-দারাইন দান করুন।

এবং কথাটি আবারও বলি; যে কথাটি আমি প্রতিটি বইয়ের শুরুতেই বলতে চাই। যেহেতু এই বই **জালিকাল কিতাব** নয়, সংগত কারণেই **লা রাইবা ফিহ** বলার সাধ্যও আমার নেই। অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি কারও নজরে এলে এবং আমাদেরকে জানালে দিল খোলা দুআ দেবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের মেহনতকে কবুল করুন। আমিন।

রশীদ জামীল
নিউইয়র্ক, শনিবার, আগস্ট ২৬, ২০২৩
rjsylbd@gmail.com

[১] মাহিরিনে মমতাজ মানে, মেজাজে শরিয়তের নিক্তিতে উত্তীর্ণ অভিজ্ঞ উলামা ও ফুকাহা।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ অথবা দায়মুক্তি

বইয়ের বানান-সংক্রান্ত যাবতীয় ত্রুটি ও কমজুরি লেখকের। বইটিতে লেখকের নিজস্ব বানানরীতি ফলো করা হয়েছে। সংগত কারণেই বানান-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রকাশকের কোনো দায় নেই।

যেহেতু এই বই 'জালিকাল কিতাব' নয়, সুতরাং জানান এবং বানানে 'লা-রাইবা ফিহ' হয়ে যাবে—এই আশা সম্ভবত পাঠকও করেন না।

বইয়ের শেষ দিকে অনুসৃত বানানরীতির একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক চাইলে শেষটা আগে পড়ে নিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত শুভ কামনা।

—লেখক

পটভূমি

অর্ধেক সত্য মিথ্যা থেকেও ভয়াবহ। অর্ধেক সত্যের সত্য-মিথ্যা আলাদা করা কঠিন। 'আহলে হাদিস' এবং 'আহলে কুরআন' ফিরকা হলো অর্ধসত্য পার্টি। এরা সত্যের আবরণে মিথ্যার বেসাতি মার্কেটিং করে বেড়ায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এদের পায়তারা বুঝে ওঠা একটু কঠিন হয়ে যায়। Anurag Shourie-এর বিখ্যাত একটি উক্তি হলো,

> A half-truth is even more dangerous than a lie. A lie, you can detect at some stage, but half a truth is sure to mislead you for long.
>
> অর্ধেক সত্য মিথ্যা থেকেও ভয়ংকর! একটা পর্যায়ে আপনি মিথ্যাটা ধরে ফেলতে পারবেন; কিন্তু অর্ধ-সত্য আপনাকে লম্বা একটা সময় বিভ্রান্ত করবে।

দু'হাজার ষোলোতে *আহাফি* লিখা হয়েছিল। পাঠকের ভালবাসায় স্নাত হয়েছিল বইটি। সবচেয়ে বেশি ভালোলাগার ব্যাপার ছিল; উলামায়ে কেরাম বইটিকে গ্রহণ করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় *আহাফি-টু*।

ইদানীং আহলে হাদিসের পাশাপাশি আরেকটি গ্রুপও বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। গ্রুপটির নাম 'আহলে কুরআন'। আহলে কুরআন ফিরকা নিয়ে আলাদা মলাটে[১] কথা হবে। বক্ষ্যমাণ বইটিতে আমরা জানব; সর্বপ্রথম গায়রে মুকাল্লিদ কে ছিল, গায়রে মুকাল্লিদ থেকে খোদ নবিজি কেন পানাহ চাইলেন এবং কাদিয়ানিদের সাথে গায়রে মুকাল্লিদদের মৌলিক মিলটা কোথায়? আমরা জানব, কোনো বিষয় সাবিত বা হাদিসে থাকা আর সুন্নত হওয়ার মাঝে ব্যবধান কী? বইটিতে আমরা জানব আকিদার গুরুত্ব এবং তাকলিদের অপরিহার্যতার কথা। আলোচনা করব ফিকাহ'র গুরুত্ব এবং ফকিহগণের কারগুজারি। জানতে চেষ্টা করব কুরবানি, শবে বরাত, রেজাআতসহ বেশ কিছু স্পর্শকাতর মাসাইল-সংক্রান্ত অপকথার জবাব। কথা হবে আরও কিছু বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা নিয়েও।

[১] আহলে কুরআন ফিতনা নিয়ে লেখকের স্বতন্ত্র বই *শয়তানের শবগুজারি*।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের পথ চলবার জন্য চারটি গাইডলাইন দিয়েছেন; কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াস। কোনো একটিকে মাইনাস করে একজন মুসলমানের ইসলামি জিন্দেগি চলতে পারে না। আর এই চারটির সমন্বিত নাম ফিকাহ। আহলে হাদিস ফিরকা এসে দুইটা, ইজমা-কিয়াস অস্বীকার করল। স্লোগান দিল—'কুরআন-হাদিস থাকতে ইজমা-কিয়াসের দরকার নেই। আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব এবং নবির হাদিসই যথেষ্ট।' আহলে কুরআন ফিরকা এসে জানাল—তাদের জন্য আল্লাহর নবির হাদিসেরও দরকার নেই। তাদের জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআনই যথেষ্ট। এর পর স্টেজ বাকি থাকে একটাই—সরাসরি কুরআন অস্বীকার করে ঘোষণা দিয়ে নাস্তিক হয়ে যাওয়া। আল আয়াজ বিল্লাহ। আল্লাহুম্মাহদিনা ওয়াহদিহিম।

এভাবেই যুগে যুগে ফিরাকে বাতিলা কুরআন-হাদিসের দোহাই দিয়ে মানুষকে গোমরাহ করে থাকে। মুসলমানকে কুরআন-হাদিস থেকে দূরে সরানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হলো—কুরআন-হাদিসের নাম নিয়ে দূরে সরানো। এই কাজটি তারা ভালোভাবেই করে।

চক্ষুমান বইয়ে কথা হবে আহলে হাদিস ফিরকা বা আহাফিদের নিয়ে। তাদের কূট-কৌশল ও চালবাজি নিয়ে। হাদিসের নামে বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং নিজেদের বক্তব্যকে মানুষের সামনে নবির হাদিস হিশেবে প্রচার করে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া নিয়েও। আমরা কথা বলব তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক আবিষ্কার নিয়ে। যেহেতু এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আহলে কুরআন হোক আর আহলে হাদিস, অথবা এই কোয়ালিটির সকল প্রোডাক্ট একই ফ্যাক্টরী থেকেই উৎপাদিত, সুতরাং কান টানতে গিয়ে মাথাগুলো সামনে আসবে। আসতে দেওয়াও হবে। কথা হবে।

অর্ধেক সত্য ভয়ংকর কেন

কেউ একজন এসে আপনাকে বলল—ধরুন লোকটি খ্রিস্টান—'জিসাস হলেন গড। জিসাসকে কুরআনের ভাষায় 'আল-মাসিহুবনু মারইয়াম' বা ইসা বলা হয়'। আপনি অবাক হবেন! আপনি তখন জানতে চাইবেন, কুরআনের কোথায় হযরত ইসা আলাইহিস সালামকে গড বা আল্লাহ বলা হয়েছে? লোকটি তখন বলল, সুরা মায়িদা, আয়াত ৭২, আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾

নিশ্চই মারিয়ামপুত্র মাসিহই হলেন আল্লাহ।

লক্ষ করে দেখুন, সে আয়াত কিন্তু ঠিকই বলেছে। তরজমাটাও ঠিকই করেছে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যা হলো, অর্ধেক সত্য বলায়। সে আয়াতের অর্ধেকটা বলেছে, পুরোটা বলেনি। আয়াতের শুরুর অংশে আছে 'লাকাদ কাফারাল-লাজিনা কালু', অর্থাৎ, নিশ্চই তারা কুফরি করেছে, যারা বলে। পুরো আয়াত হলো এমন,

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾

নিশ্চই তারা কুফরি করেছে, যারা বলে, মাসিহ ইবনে মারিয়ামই হলেন আল্লাহ। [সুরা মায়িদা : ৭২]

ধরুন আরেকজন এলো, বাইচান্স বক্তা—কাঁপাঠে হবে টাইপ। চেহারায় ফেয়ার এন্ড লাভলি মেখে, ঠোঁটে লাইট পিংক লিপস্টিক লাগিয়ে আজকাল যারা ওয়াজ করে বেড়ায়, ওয়াজের স্টেইজে মহিলাদের পাঠানো বিরিয়ানি চুমো হাসিমুখে গালে মাখে, এমন কেউ (ধরুন আর কি) ওয়াজ করছে। বলল, আল্লাহপাকের সন্তানাদি থাকা দোষের নয়, বরং ছিলও। আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশনা পেয়ে নবিজি বলছেন,

﴿فَكَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾

রহমানের সন্তান আছে, সুতরাং আমি তাঁর প্রথম ইবাদতকারী। [সুরা জুখরুফ : ৮১]

কী বলবেন?

সে মিথ্যা কথা বলেছে?

সে কি আয়াত ভুল বলেছে?

সুরা জুখরুফে তো কথাগুলো আছে।

কুরআনে আছে, তাহলে সমস্যা কোথায়?

সমস্যা হলো অর্ধেক সত্যে। সে অর্ধেক সত্য বলেছে। আয়াতের শুরুতে মাত্র দুটি শব্দ সে মিস করেছে। শব্দ দুটি হলো, 'কুল ইন'। পুরো আয়াত হলো এমন, আল্লাহপাক নবিজিকে বলছেন,

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعٰبِدِينَ﴾

নবি আপনি বলুন, যদি রহমানের কোনো সন্তান থাকত, তাহলে আমিই হতাম তাঁর প্রথম ইবাদতকারী। [সুরা জুখরুফ : ৮১]

এর মানে, আল্লাহর কোনো সন্তান নেই।

আমাদের আহলে হাদিসের বন্ধুগণ ঠিক এই কাজটিই করেন। হাদিস বলেন অর্ধেক। কাজটি তারা প্রায়ই করেন। পুরো হাদিস উল্লেখ করেন না। চে যায়েকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সবগুলো হাদিস উল্লেখ করবেন। সুতরাং, আমার ইন্সপায়ারিং শায়খ, মুতাকাল্লিমে ইসলাম মাওলানা ইলিয়াস গুম্মানের ভাষায় বলতে চাই,

অর্ধেক হাদিস=ফিরকায়ে আহলে হাদিস।

পুরো হাদিস=আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত, আহনাফ।

চলুন, একটু অবাক হই

কেউ আহলে হাদিস হলে আমার কোনো সমস্যা নাই। সে তার মতাদর্শের পক্ষে কথা বললে সেখানটায়ও আপত্তি নাই। কিন্তু সে যদি তার মনগড়া ব্যাখ্যা আমার উপর চাপিয়ে দিতে চায়, তখন আমার আপত্তি আছে।

হানাফি, শাফিয়ি, মালিকি, হাম্বলি, যার যে মাজহাব ইচ্ছা—ফলো করে দ্বীনের উপর আমল করুক। আমার সমস্যা নাই। কেউ কোনো মাজহাবই না মানলে সেখানটায়ও সমস্যা নাই। কিন্তু মাজহাব ফলো করে দ্বীন পালনের বিরুদ্ধে ফতওয়াবাজি করলে আমার সমস্যা আছে।

কেউ যদি নিজে নিজে হাদিসের উপর সরাসরি আমল করার (অসম্ভব) দাবি করে এবং সেভাবেই নামাজ আদায় করে, আমার সমস্যা নেই, কিন্তু আমি হাদিসের আলোকে নামাজ আদায় করলে এবং আমার নামাজকে হাদিস-পরিপন্থি বলে প্রচার করলে আমার সমস্যা আছে।

কেউ যদি বলে, আমি আবু হানিফাকে ইমাম মানি না, তখন আমার সমস্যা নাই। আবু হানিফাকে কে মানল আর কে মানল না—কী আসে যায়! কিন্তু উম্মাহ-স্বীকৃত ইমামে আজমকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বললে আমাদের অনেক কিছুই যায় আসে।

আমি যখন আবু হানিফার গবেষণায় সহিহ সাব্যস্ত কোনো হাদিসের উপর আমল করি, তখন আমাকে হাদিসবিরোধী বললে অবাক হই না, কিন্তু সেই লোককেই যখন আবু হানিফার শত শত বছর পরের অন্য একজন আলিমের গবেষণায় সহিহ সাব্যস্ত কোনো হাদিসকে সহিহ হাদিস ধরে নিয়ে কথা বলতে দেখি, তখন একটু অবাকই হই।

কেউ যখন বলে, আমি শুধু কুরআন এবং হাদিস মানি, তখন তার চমৎকার এই কথাটি আমাকে অবাক করে না, কিন্তু যখন দেখি—সে তার কোনো না কোনো শায়খের ব্যাখ্যাকেই কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা বলে চালিয়ে দিচ্ছে, তখন একটু অবাক হই। অবাক হওয়ার মাত্রাটা তখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়—যখন আমি আমার ইমামের কুরআনিক ব্যাখ্যা অনুসরণ করলেও সেটা হয়ে যায় হাদিসবিরোধী কর্মকাণ্ড!

কেউ যখন বলে, আমি কোনো মাজহাবের ইমামকে অনুসরণ করি না, তখন অবাক হই না, কিন্তু যখন দেখি, *বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি* ও *ইবনে মাজাহ*—হাদিসের প্রসিদ্ধ ৬ কিতাবের রচয়িতাই যে চার ইমামের কারও না কারও মাজহাবের অনুসারী, এবং এই তথ্যটি না জেনেই সে বোকার মতো লাফাচ্ছে, তখন একটু অবাকই হই!

কেউ যখন বলে আমি কারও তাকলিদ করি না, তখন আমি অবাক হই না, কিন্তু যখন দেখি সে কোনো না কোনো ইন্টারনেট শায়খের তাকলিদ করছে, ইউটিউব শায়খদের কারও না কারও কথা ফেরি করে বেড়াচ্ছে—তখন কিছুটা অবাক হই।

কেউ যখন বলে, মাজহাব মানা শিরক, যারা মাজহাব মানে তারা মুশরিক—তখন আমি অবাক হই না, কিন্তু যখন দেখি একজন মুশরিকের (!) কিতাবকে তারা মাথায় নিয়ে নাচে, একজন মুশরিকের অনুসরণ করে—তখন অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। ইমাম বুখারি তো ইমাম শাফিয়ির মুকাল্লিদ ছিলেন।

কেউ যখন বলে, এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় এখন না। ইখতেলাফি বিষয় নিয়ে পাবলিক প্লেসে কথা বলা অনুচিত। এখন সময় সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে হাতে হাত রাখার—তখন আমি অবাক হই না, কিন্তু সেই তারাই যখন চিহ্নিত কিছু শায়খের বিকৃত ব্যাখ্যার বিভ্রান্তিমূলক ভিডিও ক্লিপ অনলাইনে শেয়ার করেন—তখন অবাক না হয়ে থাকতে পারি না!

এবং

কাছের কিংবা অতি কাছের (!) লোকজন যখন বলেন, এইসব ফিরকায়ে বাতিলা নিয়ে এত কথা বলার কোনো মানে হয় না—তখন অবাক হই না, কিন্তু যখন দেখি সেই তারাই একসময় সহিওলাদের গলদ শিকারে পরিণত হয়ে অনলাইনে এসে কান্নাকাটি করছেন, চোখ থেকে শুকনো পানি ঝরাচ্ছেন, তখন...

...তখন আর অবাক হতে ইচ্ছে করে না। আকাইদের প্রশ্নে সুশীলগিরি দেখালে একটু আধটু পানি ঝরার দরকার আছে।

কথা এবং কাজ

আরবিতে একটা কথা আছে, 'কালিমাতু হাক্কিন উরিদা বিহাল বাতিল' অর্থাৎ, কথা সত্য মতলব খারাপ।[৩] আমাদের আগে-পিছে, ডানে-বামে চমৎকার কিছু কথা আছে। কথাগুলো আকৃষ্ট করার মতো, কিন্তু মতলব ভালো না। মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য এগুলো খুবই ইফেক্টিভ। এসবের মধ্য হতে সঠিক পথটি বাছাই করা সাধারণ মুসলমানের জন্য একটু কঠিনই। সব পথ আর সব মতকে সামনে রেখে দলগুলোকে মৌলিকভাবে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি :

১. আহলে কুরআন।

২. আহলে হাদিস।

৩. আহলে সুন্নত।

আপাতদৃষ্টে তিনটি শিরোনামই চমৎকার। 'আহলে কুরআন' মানে কুরআনওয়ালা। মুসলমান কুরআনওয়ালা হবে না তো কী হবে? 'আহলে হাদিস' মানে হাদিসওয়ালা। একজন মুসলমান নবিজির হাদিসওয়ালা হবে—এটাই তো ইমানের দাবি। আর সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে 'আহলে সুন্নত' বা সুন্নতওয়ালা হলেই পরকালে মুক্তির আশা করা যায়। তাহলে সমস্যাটা ঠিক কোন জায়গায়?

এখানেই হলো কথা। কথা মানে ফাঁকি। শুভংকরের ফাঁকি। 'শুভংকরের ফাঁকি'—কথাটি একটি ফ্রেইজ হিশাবে ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত আছে, ভারতবর্ষে শুভংকর নামে এক ব্যক্তি গণিতের এমন কিছু নিয়ম বের করেছিলেন— যেগুলোতে অনেক গোঁজামিল ছিল। তাই যখনই কেউ গোঁজামিল দেওয়ার চেষ্টা করে বা মানুষকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়, তখন সেই ব্যাপারটিকে 'শুভংকরের ফাঁকি' বলা হয়। এই সময়ে 'আহলে কুরআন' এবং 'আহলে হাদিস' হলো একই ক্যাটাগরিরই দুটি বাক্য।

[৩] খারিজিরা হযরত আলি রাজিআল্লাহু আনহুর দল থেকে বের হয়ে বলল, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও হুকুম দেওয়ার অধিকার নেই।' তখন আলি রাজিআল্লাহু আনহু বলেন, 'কালিমাতু হাক্কিন উরিদা বিহাল বাতিল' অর্থাৎ, কথা সত্য মতলব খারাপ। (সহিহ মুসলিম: ১০৬৬)। খারেজি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 'শয়তানের শবগুজারি' বইয়েও করা হয়েছে।

মানুষকে বিভ্রান্ত করার সহজ তরিকা হলো ইতিবাচক পন্থায় বোকা বানানো। তাবলিগওলাদের ভাষায় যাকে বলে 'নেক সুরতে ধোঁকা দেওয়া'। নেক সুরতে ধোঁকার ব্যাপারটি চট করে ধরা যায় না।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া ঠিক হবে কি না—উলামায়ে আহলে হক দ্বিধান্বিত ছিলেন। এই সুযোগে দীর্ঘদিন ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে গেছেন লাল রুমালি শায়খগণ। হাদিসের নামে যা খুশি—বলে গেছেন এবং একতরফা বলে যাওয়ার কারণে বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে তাঁরা সহিহ তরিকায় বিভ্রান্তও করতে পেরেছেন।

উলামায়ে কেরাম মিডিয়ায় কথা বলতে শুরু করার পর তাঁদের জারিজুরি ফাঁস হতে শুরু করে। বিশেষত, তরুণ আলিমগণ জবাব দিতে শুরু করার পর দিন তাদের খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। অনেকটা—'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' অবস্থা।

আহলে হাদিস ফিরকার শায়খ নামক অতিমানবরা মানুষের আমলে কাঁচি চালানোর জন্য হয় ইউটিউবকে বেছে নেন, আর না-হয় নিজস্ব আঙিনাকে। কিন্তু কখনো যে কাজটি করতে চান না—সেটি হলো, আহলে ইলম উলামায়ে কেরামের সাথে বসা। সমস্যা হয়ে যায়। কথা ও কাজে মিল রাখা যাবে না। তাদের মূল দাবি, কুরআন ও হাদিস ছাড়া আর কিছু মানা যাবে না। আল্লাহ ও রাসুলের কথা ছাড়া আর কারও কথা শোনা যাবে না। অথচ আল্লাহ বা রাসুলের কোনো কথাই যে অন্য কারও ভেরিফিকেশন ছাড়া মানতে পারার সুযোগ নেই এবং তারাও যে ঠিক একই কাজই করেন—ব্যাপারটি পাবলিক বুঝে ফেললে তাদের জারিজুরি প্রকাশ পেয়ে যাবে। তাই তারা তাদের বেস্টনীর ভেতরেই বসবাস করেন।

কুরআন-হাদিস দুটোই আমরা পেয়েছি রাসুলের মাধ্যমে, আর কোনটি রাসুলের কথা, সেটা যাচাই করার মাধ্যম হলো সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়িন, মুজতাহিদ ইমামগণ ও ফুকাহায়ে কেরামের অনুসন্ধানী রিপোর্ট। এর বাইরে গেলে না থাকবে কুরআন, আর না থাকবে হাদিস।

কোনো একটি ব্যাপারে তারা কুরআনের আয়াত সামনে আনলেন। অথবা কোনো বিষয়ে একটি হাদিস। অথচ প্রকৃত মাসআলাটি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার জন্য জরুরি ছিল এই বিষয়ে বর্ণিত সবগুলো আয়াতকে সামনে আনা। বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট সবগুলো হাদিসকে সামনে রাখা। কোনো বিষয়ে একটি আয়াত বা হাদিস সামনে রাখলে মাসআলা হয় এক, আর সবগুলো আয়াত বা হাদিস সামনে রাখলে মাসআলাটি হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ ব্যাপারে উসুলে হাদিসের ইমামগণের কাছে সমাদৃত ইমাম আহমদ